আমার চোখে শ্রীল শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

এক সঙ্গে পথে হাঁটছি, সে তারা এরা অনেকে। তাদের সঙ্গে আমিও। হঠাৎ একজনের মাথা সবাইকে ছাপিয়ে গেল। চমকে উঠলাম, আরে, ইনি তো আমাদের মধ্যেই ছিলেন! টের পাইনি তো! এই সবার মাথা ছাড়ানো মানুষটি হলেন শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর মনে হল, কবিতা সম্বন্ধে একটা আলোচনার পত্রিকা বার করলে কেমন হয়! যদি নাম দেওয়া যায়— 'কবিতা-পরিচয়'। তখন বাংলা কাব্য জগতে উঠে আসছেন অলোকরঞ্জন, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। যাঁরা প্রথা ভাঙছেন, নতুন রীতি গড়ছেন। তাঁদের কবিতার আলোচনা, সেই সঙ্গে তাঁদের অগ্রবর্তী সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, অরুণকুমার সরকার প্রভৃতিদের কবিতাও।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন, কোথা থেকে পাচ্ছেন অমরেন্দ্র এই পত্রিকা প্রকাশের টাকা। তখন একটা অদৃশ্য কালো টাকার ভাণ্ডারের কথা শোনা যেত। কমিউনিস্ট ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপ্রত্যক্ষ আক্রমণ গোষ্ঠী, যার নাম ছিল— সি-আই-এ। আমাদের আড্ডায় এক ভদ্রলোক কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আচ্ছা মশাই, এই সি-আই-এ'র ঠিকানাটা কোথায় বলতে পারেন, আমার কিছু টাকার দরকার, কী কাজ করলে টাকা দেয়। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বিরুদ্ধেও কানাঘুষো শুরু হল। ইনি নিশ্চয় সি-আই-এ'র টাকা পান, তা না হলে এইরকম অ-বাণিজ্যিক পত্রিকা বার করেন কোথা থেকে?

অথচ শঙ্খ ঘোষের কথায় জানা যায়, তরুণটি বাড়ির থেকে হাত খরচের যে সামান্য টাকা পান, সেটা জমিয়ে জমিয়ে, অনেক সময় না খেয়ে, এর বাড়ি তার বাড়িতে থেকে, টাকা বাঁচিয়ে বার করেন তাঁর পত্রিকা— কবিতা-পরিচয়।

এর পরে একদিন কলেজ স্ট্রীটে পাতিরাম-এর স্টলে নামছে দেখলাম বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজ, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বা ঐ ধরনের। গিয়ে দেখি, কাগজটির নাম 'কর্মক্ষেত্র'। নানা ধরনের চাকরি, জীবিকা অর্জনের সংবাদবহুল এক পত্রিকা। বেকার তরুণ-তরুণীরা সাগ্রহে কেনেন। কাজের, জীবিকার দরকার কার নেই। 'কবিতা-পরিচয়' থেকে অমরেন্দ্রর চোখ গেল এক সম্পূর্ণ বিপরীত ক্ষেত্রে। খুঁজে পেলেন

সোনার খনি। একই সঙ্গে কম খরচে ছোটখাটো ব্যবসার পরিকল্পনা, নতুন নতুন চাকরি সন্ধান— অর্থোপার্জনের সঙ্গে এক ধরনের সমাজসেবাও।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে কারও সাফল্য এলে অনুকরণ প্রবৃত্তি দেখা যায়। 'কর্মক্ষেত্র'র মতো অনেকেই এই ধরনের কাগজ বা পত্রিকা প্রকাশে ঝাঁপালেন। সেই আলিবাবার গল্পের মতো। 'ডাকাতের সর্দার আলিবাবার ঘরের দরজায় ঢেরা (X) চিহ্ন দিল। মরজিনা তাই দেখিয়া আশপাশের সব বাড়িতেই ঢেরা চিহ্ন দিল।' কিন্তু সেসব পত্রিকা টিকল না, 'কর্মক্ষেত্র'র রথ দুরন্ত গতিতে ছুটল, এখনও ছুটছে।

কিন্তু অমরেন্দ্র এখানেই থামলেন না। এবার শুরু হল তাঁর নিজস্ব সাহিত্যচর্চা। ছোট গল্প কবিতা শিশুসাহিত্য উপন্যাস ভ্রমণকাহিনি সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর লেখনীর সাবলীল গতি সঞ্চারিত হতে দেখা গেল। একটি ছোট গল্প, সম্ভবত 'দেশ' পত্রিকায় 'নিমফুলের মধু' পড়ে চমকে উঠেছিলাম। পরে তাঁর ছোটদের জন্য লেখা 'শাদা ঘোড়া' ও 'হীরু ডাকাত' পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ছোটদের বই কে বলে? বড়রাও গোগ্রাসে পড়ে। এমন বই আজকাল বড় কেউ লেখেন না। আমরা ছোটবেলায় পেয়েছি কত ভালো ভালো বই— 'চাঁদের পাহাড়, অসি বাজে ঝন্ ঝন্, চালিয়াৎ চন্দর, দেড়শো খোকার কাণ্ড, দেবসাহিত্য কুটিরের কাঞ্চনজঙ্ঘা ও প্রহেলিকা সিরিজের বই।

'শাদা ঘোড়া' ও 'হীরু ডাকাত' সেই অভাব মিটিয়ে দিল। আমিও যেন শৈশব ফিরে পেলাম।

অমরেন্দ্রর প্রতি আমার ব্যক্তিগত ঈর্ষার জায়গাটা বলি। উনি নিজের শক্তি সামর্থ্য থাকতে থাকতে একটি হাত-ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন দূর দুর্গম জায়গায়। আমার সেই সাহস হয়নি, হিমালয়েই বা কতটা গিয়েছি। অনেকের ধারণা আছে, প্রচুর পয়সা না থাকলে এত ভ্রমণ করা যায় না। কথাটা ঠিক নয়। পয়সা লাগে বটে, কিন্তু আসল জিনিস হল— মনের জোর, নতুন জায়গা মানুষ-জন দেখার আকাঙ্ক্ষা, আর দুর্দমনীয় ভ্রমণ-স্পৃহা। আর এরই জোরে অমরেন্দ্র বেরিয়ে পড়েন— কোথায় আমাজনের জঙ্গলে, সুমেরু-কুমেরুর বরফাবৃত প্রান্তর থেকে আফ্রিকার উষ্ণ মরু অঞ্চলে, কোথাও পাহাড়ি গোরিলার খোঁজে, দুর্গম অরণ্যের আকর্ষণে। আমাদের শোনান গোরিলাদের কথা। তিনি না বললে জানতেই পারতাম না— 'গোরিলারা আক্রান্ত হলে তবেই মানুষকে আঘাত করে, কামড়ে পিষে ফেলে, কিন্তু মানুষের মাংস খায় না। আফ্রিকায় মানুষ কিন্তু গোরিলা মেরে তার মাংস খায়।'

অমরেন্দ্রর ভ্রমণকাহিনির বড় গুণ তিনি নিজের ভ্রমণের সঙ্গে পাঠককেও তাঁর সঙ্গে নিয়ে চলেন। জার্মানির বার্লিন থেকে সুইৎজারল্যান্ডের ইন্টারলাকেনে যাচ্ছেন ট্রেনে। পথে সাগর পড়ল। ট্রেন উঠে পড়ল যাত্রী সমেত জাহাজে। সাগর পাড়ি দিল, অমরেন্দ্রর সঙ্গে পাঠকও।

অমরেন্দ্র কি শুধু বিদেশ ভ্রমণের কথাই বলেছেন। না তা নয়, অমরেন্দ্র জুনপুটে সন্তোষ মাঝির সঙ্গে নৌকায় সাগরেও সময় কাটান। তাঁর সঙ্গে আমরা, পাঠকরাও।

এই সব বিচিত্র ভ্রমণের নেশাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল একটি অসামান্য পত্রিকা প্রকাশে, 'ভ্রমণ' পত্রিকা। এই পত্রিকাটি বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে একটি

মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। কত মানুষের কত রকম লেখা থাকে। কাছে পিঠে দূরের কত অজানা সংবাদ এবং কত মন-মাতানো ছবি। মাঝে মধ্যে থাকে ভ্রমণের ক্যাসেট, ঘরে বসে বিশ্বভ্রমণের স্বাদ মেটায় মানুষ।

প্রথমে পাক্ষিক, তারপর মাসিক ও শেষে অনিয়মিত 'কালের কষ্টিপাথর' আর একটি উল্লেখযোগ্য উপহার অমরেন্দ্রবাবুর বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য। কত যে আনন্দদায়ক গল্প, উপন্যাস, কবিতা, মূল্যবান প্রবন্ধ— পাঠক মাত্রেই সমৃদ্ধ হয়। সম্পাদকের 'মুহূর্তের মহাসঙ্গ'ও নিঃসন্দেহে পাঠকের কাছে এক আনন্দময় প্রাপ্তি।

এত বিচিত্র রকমের ব্যস্ততার মধ্যে, যার মধ্যে বিদেশে নানা কর্মকাণ্ডে ও সভা-সম্মেলনে উপস্থিত থেকেও তিনি দু'টি অসামান্য উপন্যাস উপহার দিয়েছেন পাঠকদের— 'বিষাদগাথা' ও 'জিপসি রাত'। উপন্যাস শেষ করার পর এই গ্রন্থ দুটির কাহিনি পাঠকের মনে জেগে থাকে। সহজে ভোলা যায় না। আমি অমরেন্দ্রবাবুর কর্মক্ষমতার হিসাবও মেলাতে পারি না।

আবার এই ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি 'ক্ষণের বচন' লিখতে ভোলেন না। দুই লাইনের কবিতা ছত্র। পাঠকদের তিনটি শোনানোর লোভ সংবরণ করতে পারলাম না—

১। শাসক নিজের বলে ভাবে যে ক্ষমতা
গচ্ছিত রেখেছে সেটা আসলে জনতা।

২। রাষ্ট্রশক্তির কেউ অধিকারী হলে
ন্যায়-অন্যায় সীমারেখা সহজেই ভোলে।

৩। মন থেকে চায় না যারা অপরের ভালো
তারা কিন্তু জীবনের দূষণ ছড়ালো।

ফিরে যাই, এই লেখার প্রথম অনুচ্ছেদে। চলতে চলতে হঠাৎ দেখি তাঁর মাথা আমাদের থেকে, অন্তত আমার থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। এক হাতে কলম, আর এক হাতে হাত-ক্যামেরা, পিঠে রুক-স্যাক। এখনই বেরিয়ে পড়বেন কঁহা কঁহা মুল্লুকে।

লেখক পরিচিতি

কলেজ স্ট্রিটে সত্তর বছর (৪ খণ্ড), লেখকের কাছাকাছি, করোনার ডায়েরি ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক। মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা সংস্থার আকৈশোর সেবক ও পরে প্রাণপুরুষ, বই পাড়ায় নব্বই-ছুঁইছুঁই বটবৃক্ষ।